তাতে তৃপ্ত হওয়া বা সন্তুষ্ট হওয়াকে বুঝায়। যদ্বারা অপরের মহৎ কাজে ও অল্পে সন্তুষ্ট থাকার জন্য উৎসাহ ও প্রেরণা যোগানো ইত্যাদি মহৎ মানুষের লক্ষণ। মহৎ হতে চাইলে হওয়া যায় না। মহৎ হতে চাইলে মহত্ততার গুণাবলী অন্তরে ধারণ করতে হয়। জীবনাচরণে প্রতিপালন অবশ্যই করতে হয়। এখানে প্রশ্ন? আমার মধ্যে সেই দৃঢ়তা কতটুকু? প্রবারণার আর এক অর্থ 'অভিলাষ পূরণ' অর্থাৎ আমি-আপনি যে ব্রত ধারণ করেছি যদ্বারা আমি-আপনি অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোকে বুঝায়। সেই সততা, সত্যনিষ্ঠ, সৎচেতনা, এবং সৎকর্ম করার সত্যিই সত্যি উন্নত মন-মানসিকতা দিয়ে কর্তব্য কর্মপালন করতে পারলেই অবশ্যই স্বীয় অভিলাষ পূরণ সহজ হয়। তার বিন্দু মাত্র ভিন্নতা হলেই সমস্যা। এ সমস্যা ক্ষুদ্র নয় বৃহত্তর সমস্যার রূপ নেয় বলে সদা-সর্বদা অশান্তি । প্রবারণার অন্য অর্থ 'শিক্ষা সমাপ্তি' অর্থাৎ বাহ্যিক শিক্ষার পাশাপাশি জীবন দর্শনের শিক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ করাকে বোঝায়। জীবন দর্শনের শিক্ষার পূর্ণতা হলে অহংকার, আত্মঅভিমান এবং আমিত্ববোধ থাকার কথা নয়। তাতে আমাকে আপনাকে নিয়ে ভূল বুঝাবুঝির কোন পথ নেই। আমি আমাকে নিয়ে আপনি আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত। উভয়ের মধ্যে বির্তকের কোন পথ নেই। এ বুদ্ধশিক্ষায় বর্তমান আমি-আপনার মধ্যে বিদ্যমান আছে কি? যদি থেকে থাকে আমার শান্তি আমার এবং আপনার শান্তি আপনার। তাহলে উভয়ের মধ্যে আর দুঃখ নামক কিছু থাকে কি?

প্রবারণার গভীর অর্থ ধ্যান শিক্ষার সমাপ্তি বোঝায়। অর্থাৎ ধ্যান মানে স্থিতচিত্ত, সমাহিতচিত্ত, সংযতচিত্ত, অন্তর মুখী চিত্ত। একথায় আপন চিন্তার মগ্ন থাকা। ধ্যান মগ্ন ভিক্ষু এবং গৃহী যেই কেন তার পক্ষে অন্যের অশুভ, অকল্যাণ, অমঙ্গল, অশান্তি চিন্তা করার সুযোগ নেই। তিনি তার মধ্যে অবস্থানের রত। বাহ্যিক চিন্তার কোন পথ নেই। পৃথিবীতে যাই ঘটুক না কেন তার সেদিন দৃষ্টিও নেই। এই তো আত্মশুদ্ধির সাধনা, আত্মোন্নতির সাধনা, দুঃখ মুক্তি সাধনা এবং মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ার সাধনা। এখানেই তার অনন্ত জীবন দুঃখের অবসান এবং মুক্ত ভব মুক্তি। এ স্তবে উন্নীত সাধকই বলতে সাধকই বলতে পারে আমার শিক্ষার শেষ হয়েছে। প্রকৃত মহান সংঘ সদস্যরা এ শিক্ষায় ব্রত থাকলে তার চাহিদা লোভ, দ্বেষ, মোহ,আকাঙ্খা প্রত্যাশা থাকার তো কথা নয়। সেই আদর্শ নীতি শিক্ষার দ্বারা সদা - সর্বদা সংযত ইন্দ্রিয়, শান্ত-দান্ত, অমায়িক, ভদ্র, শিষ্টাচার এবং বিনয়ী। কল্যাণকামীতা তার ব্রত। মুক্ত বুদ্ধির চর্চায় তিনি নিমগ্ন। আশা-প্রত্যাশার অনেক উর্ধ্বে অবস্থান কিরেন। নতুবা প্রবারণা পালনে যথেষ্ট ত্রুটির সম্ভবনা। চলুন আমরা বুদ্ধের নির্দেশিত প্রবারণা পালনে সমাজ ও সদ্ধর্মের জাগরণে কিছু কাজ করি। যোগ্য উত্তরসূরী না হলেও স্বার্থক সেবক উত্তরসূরী হওয়া যায়। পবিত্র কঠিন চীবর লাভ তখন স্বার্থক হবে। দাতাগণ দান বা পূজা দিয়ে ধন্য হবে এবং দানের আশানুরূপ ফল লাভের কৃতার্থবোধ। আমরা বিনয়ানুকুল জীবন যাপনের ধন্য আদর্শ এবং যথার্থ গুরু পদমর্যদার আসন লাভে সার্থক হবো। পূর্ব কার্ত্তিক এবং পশ্চিম কার্ত্তিক এই দু'টি স্তরে বিভাজন করলেও পালন, আচারণ অনুষ্ঠান এবং অনুশীলনের ত্রুটি থাকলে কোনটার সুফল আসবে না। আর যে কোন একটিকে অবলম্বন করে জীবনাচরণের শুদ্ধিব্রত, এবং জ্ঞান সাধনায় রত হলে গৃহী এবং মহান ভিক্ষুরা জীবন সার্থক এবং জয়যুক্ত হবে। সেই মহান সংঘকে উপলক্ষ করে তথাগত বুদ্ধ নির্দেশ দিয়েছিলেন- বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় বাণী প্রচারের জন্য। যার আদি কল্যাণ-শীল বা চরিত্র গঠন করা, মধ্য কল্যাণ সমাধি বা শান্তচিত্ত এবং অন্তে কল্যাণ বা প্রজ্ঞাদীপ্ত জীবন গঠন করা। প্রজ্ঞা হিমালয় পাহাড় তুল্য। অর্থাৎ হিমালয় পাহাড়কে যেমন প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ে নাড়াচাড়া করতে পারে না তেমনি প্রজ্ঞাদীপ্ত মানুষ কোনভাবেই বিচলিত নন। এখানেই প্রকৃত প্রজ্ঞা অর্জনের সার্থকতা। প্রবারণা পূর্ণিমার আগে স্বীয় জীবনে এগুলোর পূর্ণতা আনায়ন পূর্বক সবাইকে বুঝিয়ে অনুকরণ এবং অনুশীলনে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য গুরু দায়ত্ব অর্পন করা হয়েছে। যেন সবার মঙ্গল ও সুখ-শান্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। তদুপরি পরিশুদ্ধ, সুন্দর নীতিবদ্ধ, আন্তরিকতা পূর্ণ জীবন যাপনের প্রবারণা পূর্ণিমা সোপানতুল্য। এটাই প্রকৃত প্রবারণার মুখ্য উদ্দেশ্য।

লেখক: চেয়ারম্যান, পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আছো তথাগত

বিদিশা দাস

এখন চরম অস্থির সময়,
আধুনিক সভ্যতার রোগক্লিষ্ট শরীর
খুব জটিল জীবনধারা,
হারিয়েছে সরলতা, সহজ সুন্দর সেইসব দিন।
লোভ-হিংসা-কুটিলতার ইঁদুর দৌড়ে ব্যস্ত সব,
সবাইকে সবার আগে যেতে হবে
উঠতে হবে উপরে আরো আরো উপরে
হিসেবের ঘরে জমছে বড় বেশী ঋণ।
দয়া মায়া করুণা ভালোবাসা প্রেম
শুধু কিছু সুন্দর অনুভূতির নাম মাত্র,
লুপ্তপ্রায় ক্রমশ হৃদয় আবেগ
তবু কি শেষ হয়ে গেছে সবকিছু?
গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে করুণার অমোঘ বাণী?
এখনো তো হঠাৎ করেই কোনো
সময়ে দেখি সব অনুভূতি সবার
মধ্য থেকে মরেনি,
আর একবার ফিরে এসো হে তথাগত
একথা বলবো না, কারণ
ওই কোথাও বেঁচে থাকা করুণাধারায়
এখনো তুমিই বিরাজমান তা জানি॥